প্রথম আলো

তারিখ 24 JUN 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম

কোচিং বন্ধের নীতিমালা

শিক্ষকদের একাংশ ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা খুশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বন্ধের নীতিমালা জারি হলেও এর বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিরা বলছেন, নীতিমালা হাতে পাওয়ার পর তাঁরা সেটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবেন। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নীতিমালাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moedu.gov.bd) দেওয়া আছে। তার পরও শিগগিরই এটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হবে।

নীতিমালা জারি হওয়ার পর এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে কোচিং অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে আসবে। তবে অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য যে টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি কমানোর অনুরোধ রেখেছেন তাঁরা।

কয়েকজন শিক্ষকনেতা ও কোচিং-বাণিজ্যে জড়িত শিক্ষকেরা নীতিমালার বিরোধিতা করছেন। কোচিং-বাণিজ্যে সম্পৃক্ত হলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করাসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে ভয় ঢুকেছে।

উচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে গত বুধবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষকদের একাংশ ক্ষুব্ধ, অভিভাবকেরা খুশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোচিং-বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা, ২০১২' জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর আগে ১৪ জুন শিক্ষক, শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সভা করে নীতিমালা চূড়ান্ত করেন।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নীতিমালাটি জারির দিন থেকেই কার্যকর হয়ে গেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এটা পাঠানো আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।'

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম বলেন, 'নীতিমালাটি পাওয়ার পর সাধারণ সভা ডেকে সেটি সবাইকে (শিক্ষক) জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে চার শতাধিক শিক্ষকের বাসায় গিয়ে কে কোচিং করাচ্ছেন, তা দেখা সম্ভব নয়।'

রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম হোসেন সরকার বলেন, 'একশ্রেণীর শিক্ষকের কোচিং-প্রাইভেট নৈতিকতাবিবর্জিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল। এটা বন্ধে সরকার যে নীতিমালা জারি করেছে, আমরা সেটাকে সমর্থন করি এবং নীতিমালা পাওয়ার পর সেটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

মণিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন বলেন, 'আমরা আগে থেকেই শিক্ষকদের কোচিং না করানোর জন্য নোটিশ দিয়ে আসছি। প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। এখন নীতিমালাটি দেখে আরও কী কী বাধ্যবাধকতা আছে, সেগুলো মানা হবে।'

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকার এক অভিভাবক *প্রথম আলোর* কার্যালয়ে এসে বলেন, সরকারের উচিত, দ্রুত এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করা। কারণ, কোচিংয়ের নামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জিম্মি করে ফেলছেন কিছু শিক্ষক।

নীতিমালা অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার কোনো শিক্ষক তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নিয়ে দিনে অন্য প্রতিষ্ঠানের সীমিতসংখ্যক (১০ জনের বেশি নয়) শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো কোনো শিক্ষক দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজধানীর সরকারি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বাণিজ্যিকভাবে গড়ে ওঠা কোচিংয়ে অধীশিক্ষিত লোকেরা পড়াচ্ছেন। সেগুলো বন্ধ না করে শুধু শিক্ষকদের কোচিং বন্ধ করলে রোগীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে না পাঠিয়ে হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে পাঠানোর মতো অবস্থা হবে।' তিনি বাণিজ্যিক কোচিং কেন্দ্রগুলো বন্ধের দাবি জানান।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বাণিজ্যিকভাবে গড়ে ওঠা কোচিং বন্ধেরও উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ জন্য আলাদা নীতিমালা কিংবা প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হবে।

বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান সেলিম ভূঁইয়া নীতিমালার বিরোধিতা করে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শিক্ষকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ না করে কোচিং বন্ধ করা ঠিক হবে না। আগে শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করে তারপর কোচিং বন্ধ করতে হবে।'

নীতিমালা চূড়ান্ত হওয়ার পর আবুল বাশার হাওলাদার নামের আরেক শিক্ষকনেতা সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষকদের কোচিং বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং আগে কোচিং সেন্টার বন্ধের দাবি জানান।

শিক্ষা কর্মকর্তারা বলেছেন, কিছু শিক্ষক না বুঝেই কোচিংয়ের বিরোধিতা করছেন। কারণ, সরকার অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য যে টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাতে শিক্ষকেরা লাভবান হবেন। অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য মহানগর শহরে প্রতি মাসে প্রতি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা নেওয়া যাবে। প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারবে। অর্থাৎ প্রতি বিষয়ে ৪০ জন হলে একজন শিক্ষক ১২ হাজার টাকা পাবেন। একজন শিক্ষার্থী ১০ বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাস করলে তাকে দিতে হবে তিন হাজার টাকা এবং প্রত্যেক শিক্ষক অতিরিক্ত প্রায় ১০ হাজার টাকা আয় করতে পারবেন। তবে জেলা শহরে প্রতি বিষয়ে ২০০ এবং উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১৫০ টাকা করে নেওয়া যাবে।

মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন বলেন, 'আমরা বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রতি বিষয়ে ১০০ টাকা এবং দশম শ্রেণীতে ৮৮ টাকায় অতিরিক্ত ক্লাস নিচ্ছি, যা সরকার-নির্ধারিত টাকার চেয়ে অনেক কম।'